দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN. 28 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫.....

গতকাল কলকাতা বইমেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও কবি শামসুর রাহমান —এএফপি

বাংলা ভাষা বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বাংলাদেশ ❑ কলকাতায় শেখ হাসিনা

'ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি সন্দেহ-অবিশ্বাস দূর করে খুলবে সহযোগিতার দুয়ার'

সালাম জুবায়ের, কলকাতা থেকে ॥ ২৭শে জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বুধবার কলকাতা বইমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছেন, বাংলা ভাষা বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দানের মতো বিরল ঘটনা আমরাই ঘটিয়েছি। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বইমেলা উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের বরেণ্য কবি শামসুর রাহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, রাজ্যপাল এ আর কিদোয়াই প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বই আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন ঘটায়। বই মানুষের সামনে বিশ্ব ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি তথা বিশ্বসভ্যতার বৈচিত্র্যময় দিগন্ত উন্মোচন করে। মানুষের চেতনাকে পরিশোধিত করে, শুদ্ধ করে। বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের বিবেক জাগ্রত হয়, সে নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তাই ব্যক্তি ও সমাজ বিকাশে প্রয়োজন আরো বেশি বই পড়া। বই পড়ার ব্যাপক অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। প্রয়োজন ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন। এ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে বইমেলা। তিনি বলেন, বইমেলা আমাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এর মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে দেশ ও জাতির ইতিহাস, বিজয় গাথা ও আত্মত্যাগের চিত্র তুলে ধরতে পারি। আজ বই যে মহা-মিলনমেলা রচনা করছে শান্তির উদ্দেশ্যে, প্রগতির লক্ষ্যে, উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ তার অংশীদার হতে পেরে গৌরবান্বিত।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। আধুনিক হাসিনা ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৬

হাসিনা ঃ

(১ম পৃষ্ঠার প

বিশ্বের উপযোগী হ
আমাদেরকে সমগ্র বিশ্বকে
হিসেবে গড়ে তোলার কথা
হবে এবং তাকে বাস্তবে রূপ
কালক্ষেপণের কোন সময় ত
নেই। তিনি বলেন, বি
মানবিকতার চেতনা নি
সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে
ও মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে আমরা
একবিংশ শতাব্দীর দিকে।

শামসুর রাহমান তার উ
বলেন, আজ আমাদের জ্ঞান
ও সন্ত্রাসের কাছে অ
ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিক চে
নেয়ার জন্য সবাইকে এ
আহ্বান জানান।

জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী
আসায় আমাদের বইমেলার
বেড়েছে বলে মন্তব্য করে
চাই ভারতের সঙ্গে বাংলা
বন্ধুত্ব। এতে পশ্চিম বঙ্গই
হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন
বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। ব
থেকে শতাধিক কবি-সাহিত্যি
অংশ নিচ্ছেন।

নাগরিক সংবর্ধ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি
কলকাতা টাউন হলে এক না
দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে ব
কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের
চট্টোপাধ্যায়। সংবর্ধনায়
বলেন, পারস্পরিক সৌহার্দ
সম্প্রীতির ভিত্তিতে আমাদের
হাত সম্প্রসারিত করতে হবে
অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর কর
হবে সহযোগিতার দুয়ার।
বাস চলাচল যেরূপ সহযো
উন্মোচিত করবে বলে আমার
বাংলাদেশে নির্বিঘ্নে চাল র
করার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরক
৯টি জেলাকে যে নির্দেশ
বাংলাদেশের প্রতি আপনা
সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও
প্রাণবন্ত, বলিষ্ঠ ও মূর্ত প্রকা
এই সহযোগিতা ভবিষ্যতে
থাকবে। তিনি বলেন, আম
পারস্পরিক সহযোগিতার রা
বাড়াতে হবে। শিক্ষা, শিল্প
সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রও কলকা
এক্ষেত্রে আমাদের ঘনিষ্ঠ
আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল
সমৃদ্ধশালী করবে। সাংস্কৃতিক
বিনিময়, নাটক মঞ্চায়ন, সঙ্গী
এবং গ্রন্থমেলা আয়োজন
ধারাকে আরও বহু দূর এগিয়ে
পারে। একই কথা প্রযো

গতকাল সোনারগাঁও ...
মেলায়

আন্তর্জা... মেলার...

এতটা সাড়া পাব। বাং
উন্নয়নশীল দেশের জন্য
খুবই আশাব্যঞ্জক। এভাবে
আগামীদিনে দেশের চামড়
প্রসার লাভ করবে।

চামড়াজাত দ্রব্যাদি
অ্যানিলিন, সেমি-অ্যানি
গ্রেইন লেদার, নাপ্পা শো
লেদার, বক্সাইড লেদারস
ফিনিশড লেদার নিয়ে মে
কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

চামড়া ও চামড়াজাত
বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান
চামড়া শিল্পের সাথে জড়ি

...শ ইউরো ...না অনি...

করা হয়। এতে অন্যা
রাখেন ডিসিসিআই'র সভ
রহমান, ওসামা তাসির
আহমেদ।

ডঃ পিকেই রিচার্ডসন ব
১১টি দেশে অভিন্ন মুদ্রা ই
এসব দেশের ব্যবসা-বা
প্রতিবন্ধকতা কিংবা পা
বিশ্ব বাণিজ্যের ৩১ ভাগ
করায় ইউরো একটি
পরিণত হতে পারে। এস
বাণিজ্যসহ পুরো অর্থনী